তোদের উপকার যে করে সে গাধা! বলিয়াই সে দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

—ছিঁড়ো না, ডাক্তার ছিঁড়ো না।—বাধা দিল পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ। সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিল। এ-সব ব্যাপারে তাহারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

দেবু ঘোষ একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। এ গ্রামের পাঁচজনের একজন হইয়াও সে যেন সকল হইতে একটু পৃথক। তাহার মতামতগুলিও সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক। আপনাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কাহারও সাহায্য-ভিক্ষা করিতে সে চায় না! অনিরুদ্ধকে, ছিরুকে শাসন করিতে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে সে নারাজ। কিন্তু পঞ্চায়েতী মজলিসের আয়োজনে সেই প্রধান উদ্যোক্তা! তবু আজ সে জগন ডাক্তারকে দরখাস্ত ছিঁড়িতে বাধা দিল।

ডাক্তার দেবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছিঁড়তে বারণ করছ? ওই বেটাদের উপকার করতে বলছ। দেখলে তো সব!

দেবু হাসিয়া বলিল—তা দেখলাম! ওদের ওপর রাগ করে কি করবে বল! দাও, তোমার ট্যাক্সের দরখাস্ত, আমি সই করছি, আর দশজনার সইও যোগাড় করে দিচ্ছি।

ডাক্তার একটা বিড়ি ও দেশলাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিল—ব'স।—তারপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মিনু, দু'কাপ চা।

মিনু ডাক্তারের মেয়ে।

ডাক্তার আবার আরম্ভ করিল—লোকে ভাবে কি জান, পণ্ডিত? ভাবে—এ সবের মধ্যে আমার বুঝি কোন স্বার্থ আছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার হলে বাঁচবে সবাই, কিন্তু রাজা হয়ে যাব আমি!

দেবু বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা ডাক্তারের হাতে দিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—তা স্বার্থ আছে বৈ কি ডাক্তার।

স্বার্থ?—ডাক্তার রুক্ষ অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিল।

পণ্ডিত হাতের বিড়িটার আগুনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই সহজভাবে বলিল—স্বার্থ আছে বৈ কি! দশজনের কাছে গণ্যমান্য হবে তুমি, দু'দিন বাদে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারও হতে পার। স্বার্থ নেই? আমার মনে হয় সংসারে স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া মানুষ টিকতেই পারে না।

ডাক্তারের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল—ওটাও যদি স্বার্থ হয়,

তবে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ভগবানের তপস্যা করার মধ্যেও স্বার্থ আছে হে। তাহ'লে বশিষ্ঠ-বুদ্ধদেবও স্বার্থপর!

—স্বার্থ কথাটাকে ছোট করে না দেখলে ও কথা নিশ্চয় সত্য। পরমার্থও তো অর্থ ছাড়া নয়।—দেবু তেমনি হাসিয়াই বলিল।

ডাক্তার বলিল,—ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আমি হতে চাই, আলবৎ হতে চাই। সে হতে চাই দশজনের সেবা করবার জন্যে। পরলোক-ফরলোক জপতপ ও-সবে আমার বিশ্বাস নাই। ওই ছিরু পাল—চুরি করবে—বাভিচার করবে, আর ঘরে বসে জপতপ করবে—ঘটা করে কালী-পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো করবে, ও-রকম ধর্মের মাথায় মারি আমি পাঁচঝাড়ু!

অতঃপর ডাক্তার আরম্ভ করিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। মনুষ্য-জীবন ধন্য করিতে কে না চায় এ সংসারে? কেহ জপ তপ করিয়া ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন ধন্য করিতে চায়; কেহ মানুষের সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বক্তৃতার উত্তরে দেবু ঘোষও বক্তৃতা দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা দিল না, কেবল বলিল—দশজনের ভাল করতে চাও, খুব ভাল কথা, ডাক্তার। কিন্তু গাঁয়ের লোককে কেন ছোট ভাব তুমি? আজ বললে—গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না তুমি! কদিন আগে দু-দুটো মজলিস হল গাঁয়ে, তুমি তো গেলেই না, উলটে কামারকে তুমি উস্কে দিলে।

—কখনও না। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে আমি কাউকে উস্কে দিই নাই। অনিরুদ্ধের জমির ধান কেটে নিলে—আমি তাকে ছিরের নামে ডাইরি করতে বলেছি এই পর্যন্ত!

—বেশ কথা! মজলিসে গেলে না কেন?

—মজলিস? যে-মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতব্বর—সেখানে আমি যাই না।

—তার মাতব্বরি ভেঙে দাও তুমি। মজলিসে গিয়ে আপনার জোরে ভাঙ। ঘরে বসে থাকলে তার মাতব্বরি আরও বেড়ে যাবে।

জগন এবার চুপ করিয়া রহিল!

—ভাল। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না কেন তুমি?

এবার ডাক্তার কাবু হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—করব না, এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই।

দেবু ঘোষ এবার খুসী হইয়া বলিল—হ্যাঁ! 'দশে মিলে করি কাজ হারি-

জিতি নাহি লাজ'। যা করবে, দশজনের এক হয়ে কর। দেখ না, তিন দিনে সব ঢিট হয়ে যাবে। অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত, পেতো মুচি- এমন কি তোমার ছিরেকেও নাকে-কানে খৎ দিয়েই ছাড়ব। তা না ক'রে হাজারখানা দরখাস্ত ক'রেও কিছু হবে না ডাক্তার। সংসারে একলা থাকে বাঘ সিংহ। মানুষে নয়।

ডাক্তার বলিল—বেশ। কোনও আপত্তি নাই আমার। তবে এক হতে হলে সব কাজেই এক হতে হবে। গাঁয়ের গরুজের সময় জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত; আর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটের সময় কঙ্কণার বাবুরা, ছিরে পাল—

বাধা দিয়া দেবু ঘোষ বলিল—এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাঁড়াব। তা হলে হবে তো?

দেবনাথ ঘোষ—দেবু পণ্ডিত একটু স্বতন্ত্র মানুষ। আপনার বুদ্ধি-বিদ্যার উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাহার এই বুদ্ধি সম্বন্ধে চেতনার সহিত খানিকটা কল্পনা—খানিকটা স্বার্থপরতা মিশানো আছে। বিদ্যা অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই লইয়া অহরহ চর্চা করে। খুঁজিয়া পাতিয়া বই যোগাড় করিয়া পড়ে; খবরের কাগজের খবরগুলো রাখে; এ ছাড়াও মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ এম-এ ক্লাসের ছাত্র, সে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাহাকে সে অনেক বই আনিয়া দেয়। এবং মুখেমুখেও অনেক কিছু সে তাহার কাছে শিখিয়াছে! এই সব কারণে সে বেশ একটু অহঙ্কৃতও বটে। এ গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও সে দেখিতে পায় না। জগন ডাক্তার পর্যন্ত তাহার তুলনায় কম-শিক্ষিত। কঙ্কণার হাইস্কুলে জগন ফোর্থক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়াছে বাপের কাছে ডাক্তারি শিখিযাছে। দেবু পড়িয়াছে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত। পড়াশুনাতে সে ভালই ছিল, পড়িলে সে যে, ম্যাট্রিক পাস করিত—ভালভাবেই পাস করিত, এ-কথা আজও কঙ্কণার মাস্টারেরা স্বীকার করে। দেবু নিজে জানে—পড়িতে পাইলেই সে বৃত্তি লইয়া পাস করিত। তাহার পর আই-এ, বি-এ—দেবনাথের সে কল্পনা ছিল সুধুর-প্রসারী। ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারিত সে। অন্তত সে তাই মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য।

হঠাৎ তাহার বাপ মারা গেল! চাষবাস, সংসার দেখিবার দ্বিতীয় পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। তাহার মা অন্য গ্রাম্য মেয়েদের মত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে পুরুষের মত ঝগড়া করিয়া ফিরিবে—এও দেবুর কল্পনায়

অসহ্য মনে হইয়াছিল। এবং বাবা যখন মারা গেল তখন সংসার একেবারে ভরাডুবির মুখে। এক পয়সার সঞ্চয় নাই, ধান নাই। ধারও কিছু হইয়াছে। অগত্যা সে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাষ ও সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে নয়। একটা অসন্তোষ অহরহই তাহার মনে জাগিয়া থাকিত, তাহা আজও আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, স্বায়ত্তশাসন আইনে গ্রাম্য পাঠশালার ভার ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ও ইউনিয়ন-বোর্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চাষ বাস ছাড়িয়া ঐ স্কুলে পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছে। বেতন মাসে বারো টাকা; চাষ-বাস ভাগেঠিকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। লোকে এইবার তাহাকে বলিল—পণ্ডিত; খানিকটা সম্মানও করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না।

তাহার ধারণা, গ্রামের শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তি হইল সে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহারই প্রাপ্য! অরণ্যানীর শিশু-শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই উর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না; নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে আকাশলোকে চলুক— এই তাহার আকাঙ্ক্ষা! ছিরু পালের অর্থসম্পদ এবং বর্বর পশুত্বকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। জগনের নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন তাহার নিকট যেমন হাস্যকর তেমনি অসহ্য! বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব-দাবিকেও সে স্বীকার করিতে চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভাণে কথা কয়,—তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না।

দেবুর উপেক্ষা অবশ্য অহেতুকও নয় অথবা একমাত্র আত্মপ্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা হইতেও উদ্ভূত নয়। আপনার গ্রামখানিকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে যে চোখের উপর গ্রামখানিকে দিন দিন অবনতির পথে গড়াইয়া যাইতে দেখিতেছে! অর্থবলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার করিতেছে। শুধু ছিরু কেন—গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার-ব্যবহার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে—একই পঙ্‌ক্তিতে ধনী-দরিদ্রের ভেদ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কামার ছুতার বায়েন কাজ ছাড়িল; দাই, নাপিত তিরকেলে বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার মাসে পাঁচ টাকা আয়—সে দশ টাকা খরচ

করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে। ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া যাইতেছে, ঘটি-বাটি বেচিতেছে,—তবু জামা চাই, শৌখীন-পাড় কাপড় চাই, ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন চাই। ছোকরাদের পকেটে বিড়ি-দেশলাই ঢুকিয়াছে, জংসন-শহরে গেলেই সবাই দু-এক পয়সার সিগারেট না কিনিয়া ছাড়ে না,—তামাক-চকমকি একেবারে বাতিল হইয়া গেল। এ-সবের প্রতিকার করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহারা প্রধান হইতে চায় কেন, কিসের জোরে? এ প্রশ্ন যাহাদের অকারণে মাথা ধরাইয়া তোলে দেবু পণ্ডিত সেই তাহাদেরই একজন।

দেবু পণ্ডিত পাঠশালার ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে এই সব ভাবনার অনেক কিছু ভাবে। গ্রামের সকল জন হইতে নিজেকে কতটা পৃথক রাখিয়া—আপনার চিন্তাকে বিকীর্ণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া যায়—অক্লান্তভাবে সামান্য সুযোগও সে কখনও ছাড়িয়া দেয় না।

তাই জগন ডাক্তার যখন ইউনিয়ন-বোর্ডের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তখন ডাক্তারের আভিজাত্যের আস্ফালনের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও তাহার সহিত মিলিত হইতে সে দ্বিধাবোধ করিল না।

দেবনাথ ও জগন ডাক্তার দুইজনে মিলিত উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দরখাস্ত পাঠানো হইয়া গিয়াছে। নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে 'বেহুলার দল' বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে। চাঁদা করিয়া চাল তুলিয়া উহাদের মদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাতেই দলের লোকের মহা আনন্দ। এই ভাসান গানের ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নবান্নের দিন ছিরু পালের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়ীতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প অল্প কীর্তন গানও হয়। এবার আবার ছিরু নাকি বিশেষ সমারোহের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রে লোকজন খাওয়াইবে এবং একদল যাত্রাও নাকি বায়না করিয়াছে। শ্রীহরির মায়ের নিত্যকার গালিগালাজ ও আস্ফালনের মধ্য হইতে অন্তত ওই দুইটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক যাহাতে ছিরুর বাড়ী না যায়—জগন ডাক্তার এবং দেবনাথ তাহার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি করিয়াছে। গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় জগন ও দেবনাথের এইটি প্রথম আয়োজন বা ভূমিকা।